

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড

২০১৪



সড়ক বিভাগ
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moc.gov.bd

বর্তমানে সড়ক বিভাগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থার কার্যক্রমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সড়ক বিভাগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বান্ধব বিভাগ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থাসমূহকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্কে সংযুক্তকরণসহ জনসাধারণ ও দাতাগোষ্ঠীকে সরাসরি সড়ক বিভাগের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত ও সম্পৃক্তকরণে বহুমুখি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

ক) সড়ক বিভাগ

১. ইন্টার্যাক্টিভ ওয়েবসাইট

১.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- জনগণের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- নতুন আঙ্গিকে ২০১২ সাল হতে সড়ক বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। এতে পারম্পরিক তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে।
- বিভিন্ন বিষয়ে জনমত জরিপের জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইটে জনগণের মতামত সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- সড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সড়ক বিভাগের সকল সড়ক ও সেতুসমূহের সচিত্র তথ্য নির্দেশিকা, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর প্রতিদিনের সচিত্র কার্যক্রম, সকল বার্ষিক প্রতিবেদন, কর্মকর্তাগণের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন, কর্মকর্তাদের বৈদেশিক ভ্রমণের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব ভিত্তিক ডাটাবেজ, অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা সম্পর্কিত সকল News, Notice, Acts, Ordinance, Rules/ Regulations, বিআরটিসি'র বাস মিনিবাসের ভাড়ার তালিকা, Road Master Plan, সড়ক নেটওয়ার্কের GIS Map, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির প্রতিবেদন ইত্যাদি ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১.৩ অর্জন

- সড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে।
- সড়ক বিভাগের আওতাধীন সকল কার্যক্রমে জনগণ সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারছে এবং সড়ক বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম অনলাইনে জানতে পারছে।

২. অনলাইন মনিটরিং অব রোড নেটওয়ার্ক

২.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক সার্বক্ষণিক সচল রাখা ও জনসাধারণের নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে যাতায়াত নিশ্চিত করা।

২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের নিবিড় তদারকির জন্য ২৪টি মনিটরিং টিম রয়েছে। প্রত্যেক টিমে সড়ক বিভাগের কর্মকর্তা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রকৌশলীগণ রয়েছেন।
- ২০১২ সনের ১১ মার্চ থেকে এ টিমসমূহ স্ব স্ব আওতাধীন এলাকায় সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে ছবিসহ প্রতিবেদন দাখিল করছেন।
- টিমের সকল প্রতিবেদন সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট (www.moc.gov.bd) এ প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলোকন করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ছবিসহ কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ওয়েবসাইটে আপলোড করেন। টিম তৎপ্রেক্ষিতে কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে পুনরায় মাঠ পর্যায়ে অবহিত করেন।
- সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিজস্ব User Name ও Password দিয়ে প্রবেশ করে তার আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতুর ছবিসহ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদিও ছবিসহ নিয়মিত হালনাগাদ করে থাকেন।
- কেন্দ্রীয়ভাবে এ কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

২.৩ অর্জন

- অনলাইন মনিটরিং প্রকৃতপক্ষেই সম্ভব হচ্ছে।
- নিয়মিত মনিটরিং করায় বর্তমানে মানুষ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারছেন।

৩. ফেসবুক বেইজড ত্রিভেন্সিস রিড্রেস সিস্টেম

৩.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- সড়ক বিভাগের কার্যক্রমে জন সম্পৃক্ততা ও মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুক পেইজে গিয়ে যে কেউ সড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকান্ড এবং সড়ক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে মতামত বা পরামর্শ ছবিসহ দিতে পারেন। প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখে পুনরায় মতামত প্রদানকারীকে অনলাইনেই জানিয়ে দেয়া হয়।

- উপরন্তু মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী ও সড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত ফেসবুক একাউন্ট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে খতিয়ে দেখা হয় এবং প্রকৃত অবস্থা বা গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়।

৩.৩ অর্জন

- সড়ক বিভাগের কার্যক্রমে জন সম্পৃক্ততা ও মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- সড়ক ও সড়ক পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

৪. ডিজিটাল লাইব্রেরি

৪.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- সড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা ও ফরম এর তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৪.২ গৃহীত কার্যক্রম

- যে কোন স্থান থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরিতে এ বিভাগের কাজের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন/ বিধি/ নীতিমালা ও সরকারি বিভিন্ন ফরম সংরক্ষিত আছে।

৪.৩ অর্জন

- জনসাধারণ সড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট যে কোন আইন/ বিধি/ নীতিমালা ও ফরম এর সফটকপি তাৎক্ষণিকভাবে ওয়েবসাইটের ডিজিটাল লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন।

৫. অনলাইন এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

৫.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

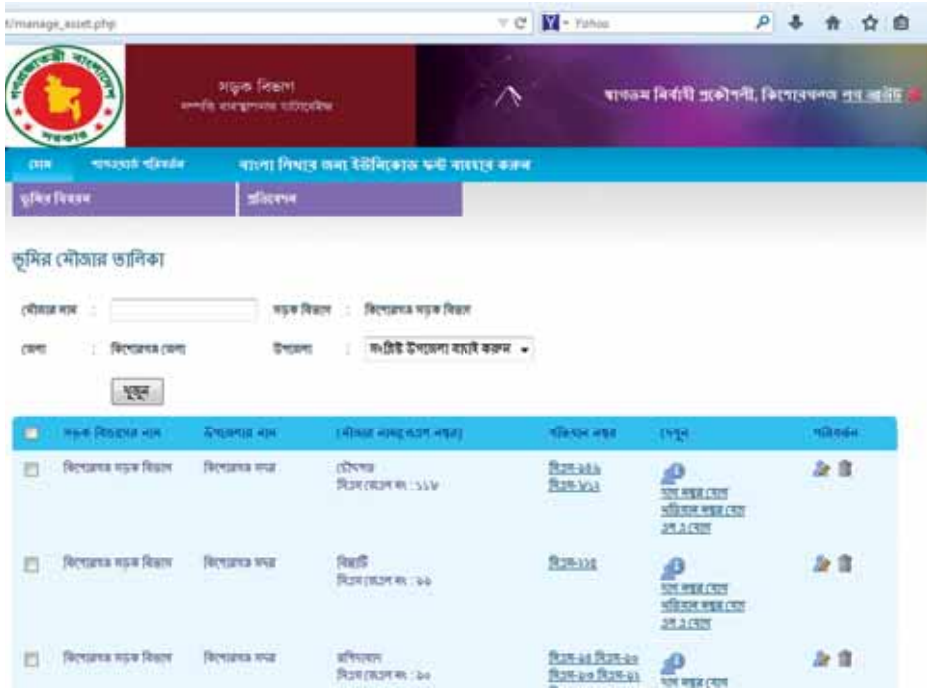
- যথাযথভাবে রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা।

৫.২ গৃহীত কার্যক্রম

- দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিশেষ করে, সওজ অধিদপ্তরের হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের ভূমি ও স্থাপনার রেকর্ড সংরক্ষণের আধুনিক কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভূমিগ্রাসীরা সহজে আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও সুষ্ঠু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫.৩ অর্জন

- সড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তাগণ সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভূমি ও ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত সকল তথ্য অনলাইনে জানতে পারছেন।



- এ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সকল ভূমি ও স্থাপনার হালনাগাদ রেকর্ড সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- এতে জবরদখলকৃত ও বেহাত হয়ে যাওয়া ভূমি ও স্থাপনা উদ্ধারের পথ সুগম হবে।

৬. অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা

৬.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- মামলা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়নের মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

৬.২ গৃহীত কার্যক্রম

- আদালতের মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে মামলা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রতিটি মামলার হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক অনলাইনে অন্তর্ভুক্তির কাজ শুরু হয়েছে।

৬.৩ অর্জন

- মামলার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার ফলে প্রতিটি মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হবে।
- প্রতিটি মামলায় সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ সহজ হবে।

rdh_writ_district.php

সড়ক বিভাগ
ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা

বাংলা শিখার জন্য ইন্ট্রিকোড ডস্ট ব্যবহার করুন

মকল মামলা এক নজরে

| মামলায় নম্বর ও তারিখ | প্রকার | আবেদনের ধর | মামলা সংক্রান্ত বিবরণ | অবস্থা | সিপিএ অবস্থা |
|--|--------------|---|---|---------|-----------------|
| মামলা নং 9487/10 তারিখ: 2010-12-06 | প্রয়ো সর | সংশোধন পূর্ন ফোর্টার মসিকর্ট বিয়োগ | সেতু ড্রসপু স্টেডম, পিডা ড্রসপু মসিকর্ট, ফেডারী পরিগলেক টাইন, বিজারটি, সাপু. | সম্পন্ন | |
| মামলা নং 9480/10 তারিখ: 2010-12-07 | সংশোধ সর | সংশোধন পূর্ন ফোর্টার মসিকর্ট বিয়োগ | সেতু ড্রসপু স্টেডম, সারসংসদ, পরিগলেক, ফেডিম, গারেন্টস, ১-টি, মাসন মসন (সেতু, সার) | সম্পন্ন | |
| মামলা নং 93177/10 তারিখ: 2010-07-12 | প্রয়ো সর | সংশোধন পূর্ন ফোর্টার মসিকর্ট বিয়োগ | ড্রসিকশ ফোর্টার, পিডা সর্ভিম টাইন ড্রসিক, সোলটিস, মোর্স সিডেক, সার ১০, ইডা ইডাটাইন, মসিকর্ট, ড্রসমসংস, মসিকর্ট, সার | সম্পন্ন | |
| মামলা নং 7787/10 তারিখ: 2010-10-27 | প্রয়ো সর | সংশোধন পূর্ন ফোর্টার মসিকর্ট বিয়োগ | সরসে মসিকর্টস সিপিএ ড্রস (সেতুসেতু ৩ বন মসিকর্ট সর্ভিম (সেতুসেতু), মসন (সেতুসেতু) সেতুসেতুসেতু | সম্পন্ন | |
| মামলা নং | প্রয়ো | সংশোধন পূর্ন | সেতু ড্রসপু স্টেডম, পিডা ড্রসপু মসিকর্ট | সম্পন্ন | |

৭. আপডেটিং অব গুগল আর্থ মার্কিং

৭.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে গুগল ম্যাপ/গুগল আর্থের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও ফ্লাইওভারসমূহের অবস্থান জানা।

৭.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নবনির্মিত ও পুনর্নির্মিত ১০০ মিটার বা তার উর্ধ্বের দৈর্ঘ্যের সেতু ও ফ্লাইওভারসমূহের অবস্থান গুগল ম্যাপ/গুগল আর্থ চিহ্নিত করে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৭.৩ অর্জন

- দেশের গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও ফ্লাইওভারসমূহের অবস্থান ম্যাপ দেখে সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে।

৮. ডেভেলপমেন্ট অব মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি

৮.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- বিভিন্ন মাধ্যমের পরিবহন সংক্রান্ত সব ধরনের সেবা অনলাইনে এক জায়গা থেকে একই পদ্ধতিতে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৮.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সমন্বিত বহুমাত্রিক পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ওয়েব পোর্টাল প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় ও ডেভেলপমেন্ট অফ মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টার্যাক্টিভিটি শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।
- এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একই ওয়েবপোর্টাল ব্যবহার করে সড়কপথ, আকাশপথ, নৌ-পথ এবং রেলপথে যাতায়াতকারী যানবাহনের টিকেট বুকিং, টিকেট ক্রয়, রুট সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ বিভিন্ন সেবা পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

৮.৩ অর্জন

- সড়ক ও নৌ পরিবহনে ই-টিকেটিং প্রবর্তন করা সম্ভব হবে।
- একই ওয়েব পোর্টাল হতে পরিবহন সংক্রান্ত সকল সেবা অনলাইনে পাওয়া যাবে।

খ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১. মোটরযানের রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট

১.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- একই নাম্বারপ্লেট বিভিন্ন গাড়িতে বা ভূয়া নাম্বারপ্লেট গাড়িতে ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি, গাড়ি চুরি ইত্যাদি রোধ করা।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানে ব্যবহৃত হাতে লেখা নাম্বারপ্লেটে কোনো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকায় একই নাম্বারপ্লেট বিভিন্ন গাড়িতে বা ভূয়া নাম্বারপ্লেট গাড়িতে ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি, গাড়ি চুরি ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হতো। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও অত্যন্ত দুর্বল ছিল।
- প্রচলিত হাতে লেখা নাম্বারপ্লেটের সকল অসুবিধা দূর করে সড়ক পরিবহন সেক্তিতে সার্বিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট সংযোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩ অর্জন

- গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।



- ঢাকার মিরপুর এবং ইকুরিয়াসহ সকল জেলায় নাম্বারপ্লেট সংযোজনের কাজ চলছে।
- ৩১ অক্টোবর ২০১২ থেকে ৩১ মে ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩,৫৩,৫৭৬ টি রেডিও-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট বিভিন্ন শ্রেণীর গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে।
- এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে।

২. মোটরযানের রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ

২.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যানবাহন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন।

২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ (এক ধরণের ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল ডিভাইস যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে গাড়ীর তথ্য ও সংকেত প্রেরণ করতে পারে) সংযোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩ অর্জন

- গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোটরযানের রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।
- ৩১ অক্টোবর ২০১২ থেকে ৩১ মে ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩,৫৩,৫৭৬ টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে।

- কন্ট্রোল স্টেশন থেকে আরএফআইডি ট্যাগ যুক্ত গাড়ির অবস্থান জানা যাবে।
- মোটরযানের রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সম্ভব হবে।
- মোটরযানের শ্রেণিভিত্তিক টোল আদায় করা যাবে।
- গাড়ি চুরি প্রতিরোধ সহজ হবে।
- স্বয়ংক্রিয় এক্সেল লোড কন্ট্রোল পদ্ধতি ব্যবহারে সহায়ক হবে।
- যানজট নিরসনের ক্ষেত্রে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যাবে।

৩. মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

৩.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

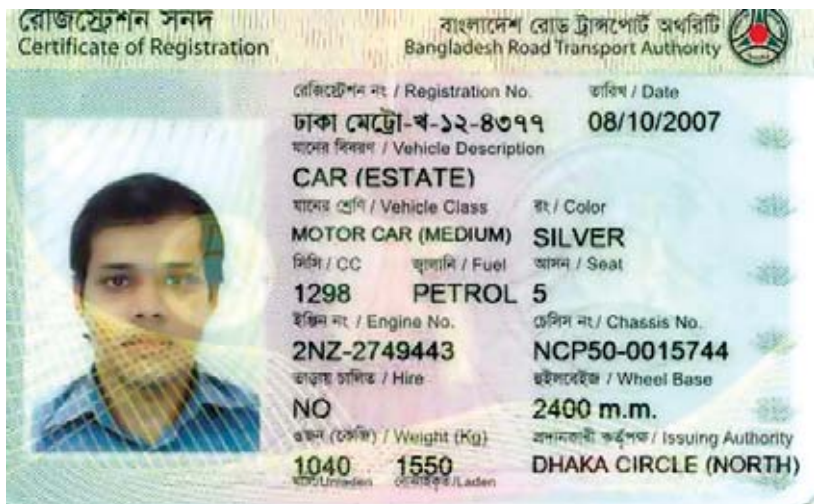
- প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর সকল অসুবিধা দূর করে সড়ক পরিবহন সেクターে সার্বিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।

৩.২ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানের বর্তমানে প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সহজে নকল করা যায় বিধায় মেশিন রিডেবল ও সহজে বহনযোগ্য ইলেকট্রিক চিপযুক্ত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩ অর্জন

- অক্টোবর ২০১৩ হতে গাড়ী মালিকদের বায়োমেট্রিক্স (আঙ্গুলের ছাপ, ডিজিটাল ছবি ও স্বাক্ষর) ও অর্থ সংগ্রহের কাজ চলছে। ১ জুন ২০১৪ তারিখ থেকে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রিন্টের কাজ শুরু হবে।
- এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সকল মোটরযানের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত সম্ভব হবে।



8. ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

8.1 অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- অবৈধ/জাল/ভূয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার প্রতিরোধের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার হ্রাস করা।

8.2 গৃহীত কার্যক্রম

- গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু হয়েছে।
- পেশাদার ও অপেশাদার মোটরযান চালকদের মেশিন রিডেবল স্মার্ট কার্ড (Smart Card) ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- উন্নত প্রযুক্তির এ স্মার্ট কার্ডে কার্ডধারীদের বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি বায়োমেট্রিক্স (চার আঙ্গুলের ছাপ, ডিজিটাল ছবি ও স্বাক্ষর) সংরক্ষিত থাকে।

8.3 অর্জন

- ১৭ অক্টোবর ২০১১ থেকে ৩১ মে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৫৬ টি ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।
- এতে ভূয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।



৫. অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়

৫.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- মোটরযানের কর ও ফি আদায় পদ্ধতি সহজীকরণ করা।
- এক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা।

৫.২ গৃহীত কার্যক্রম

- ১৯৭৮ সালে থেকে ২০১০ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত ডাক বিভাগের মাধ্যমে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায় করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রদানকারীকে বিভিন্ন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হতো। অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিও হয়েছে। এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের নিমিত্ত ১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়।
- বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংক, সাউথ-ইস্ট ব্যাংক, ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এর ১০০টি শাখার মাধ্যমে সারা দেশে অনলাইন পদ্ধতিতে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায় করা হচ্ছে।
- এ পদ্ধতি প্রদানকারীর হাতের নাগালে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গত ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ থেকে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।
- প্রদানকৃত ট্যাক্স ও ফি'র সঠিকতা ওয়েব সাইটে (www.brta.cnsbd.com) যেয়ে যাচাই করা যায়।

৫.৩ অর্জন

- ১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে ৩১ মে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ২,৬৯১ কোটি ৯২ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৪২ টাকা এ পদ্ধতিতে আদায় করা হয়েছে।
- মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- জনগণের বিড়ম্বনা শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে।
- রাজস্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. ডিজিটাল ডাটা সেন্টার

৬.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস এর ডাটাসমূহ নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা।

৬.২ গৃহীত কার্যক্রম

- কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা Korean International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৩ অর্জন

- গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ KOICA এর সাথে Records of Discussion (RoD) স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের টিএপিপি গত ১২ জুন ২০১৩ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে গত ২০ জুন ২০১৩ তারিখ সড়ক বিভাগ কর্তৃক সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার জন্য KOICA-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ KOICA Project Management Consultant Team ডাটা সেন্টার স্থাপনের জন্য স্থান পরিদর্শন করেছে।
- এ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে।
- বিআরটিএ'র অনেকগুলো সেবা ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব হবে।

৭. ভেহিক্যাল ইমপেকশন সেন্টার

৭.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান করা।

৭.২ গৃহীত কার্যক্রম

- গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে চারটি বিভাগীয় শহরে ৫টি (ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ১৯৯৮ সালে স্থাপন করা হলেও অদ্যাবধি তা চালু করা সম্ভব হয়নি। KOICA এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় মিরপুরস্থ ভিআইসি টি পুনঃচালু/প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভিআইসিগুলোও অনুরূপভাবে পুনঃচালু/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭.৩ অর্জন

- মিরপুরস্থ ভিআইসি টি পুনঃচালু/প্রতিস্থাপনের জন্য গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ KOICA এর সাথে Records of Discussion (RoD) স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের টিএপিপি ১২ জুন ২০১৩ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর গত ২০ জুন ২০১৩ তারিখ সড়ক বিভাগ কর্তৃক সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার জন্য KOICA-কে অনুরোধ জানানো হয়। গত ২২ এপ্রিল থেকে ০২ মে ২০১৪ তারিখ KOICA Project Management Consultant Team মিরপুরস্থ ভিআইসি'টি পরিদর্শন করেছে। আগামী জুন, ২০১৪ মাসে প্রতিবেদন দাখিল করবে।
- ভিআইসিগুলো চালু করা সম্ভব হলে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে।

গ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

১. ই-টিকেটিং সিস্টেম

১.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- বিআরটিসি'র টিকেটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ এবং টিকেট বিক্রয়ের তথ্য ও রেকর্ড সংরক্ষণ।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- গত জুলাই/২০০৯ মাস থেকে বিআরটিসি বাস সার্ভিসের ৩টি রুটে মোট ১৮টি টিকিট কাউন্টারে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- ই-টিকেটিং সিস্টেমের আওতায় রুটের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১.৩ অর্জন

- এই সিস্টেমের সফলতা ও উপকারিতা উপলব্ধি করে বর্তমানে কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বিআরটিসি বাস সার্ভিসের ৩টি রুটে মোট ৫৮টি টিকিট কাউন্টারের মাধ্যমে ই-টিকেটিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- অর্থ আত্মসাতের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. স্মার্ট পাস (S-PASS) কার্ড

২.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- যাত্রীসাধারণের টিকেট সংগ্রহে ভোগান্তি লাঘব করা।

২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রতিবার ভ্রমণের সময় যাত্রীসাধারণের টিকেট সংগ্রহে ভোগান্তি লাঘব করার উদ্দেশ্যে এপ্রিল ২০১২ থেকে ঢাকা মহানগরীর মিরপুর-মতিঝিল এবং আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে সিটি বাস সার্ভিসের ১১৬টি বাসে ICT Reader device সহ Smart PASS (S-PASS) কার্ড সার্ভিস চালু করা হয়।
- প্রথমবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এসপাস (S-PASS) কার্ডটি সংগ্রহ করতে হয়, যে অর্থ উক্ত কার্ডের প্রাথমিক ব্যালেন্স হিসেবে জমা হয়। ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে পুনরায় ঢাকা শহরের যে কোন SPASS Ticket Shop থেকে কার্ডটি রিচার্জ করে নেয়া যায়।
- এই কার্ড ব্যবহার করে ভ্রমণের ক্ষেত্রে একজন যাত্রীকে বাসে ওঠার সময় বাসে রক্ষিত ICT Reader device এ কার্ড স্পর্শ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে ভ্রমণের পর বাস থেকে নামার সময় পুনরায় কার্ডটি ICT Reader Device এ স্পর্শ করাতে হয়। এতে উক্ত ভ্রমণের ভাড়া যাত্রীর কার্ডে রিচার্জকৃত অর্থ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে নেয়া হয়।

২.৩ অর্জন

- ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে এসপাস (S-PASS) স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার শুরুর পর ৩১ মে ২০১৪ পর্যন্ত ৩০,৩০৩ জন যাত্রী এসপাস (S-PASS) স্মার্ট কার্ড ক্রয় করে বিআরটিসি'র বাসে যাত্রী সেবা গ্রহণ করছেন।
- নিয়মিত ভ্রমণকারী একজন যাত্রীকে প্রতিবার ভ্রমণের সময় পৃথকভাবে টিকেট সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না।
- এই কার্ড ব্যবহার করে যাত্রী সাধারণ যে কোন জায়গা থেকে যে কোন গন্তব্যে ভ্রমণ করতে পারেন।
- যাত্রী সাধারণের প্রতিদিন দীর্ঘ লাইনে দাড়িয়ে টিকেট সংগ্রহের ভোগান্তি লাঘব হয়েছে।
- প্রতিবার ভ্রমণের সময় পৃথক টিকেট সংগ্রহ করতে গিয়ে যাত্রীর মূল্যবান সময়ের অপচয় হয় না।
- পূর্বের তুলনায় যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন হয়েছে।
- রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. ডিজিটাল বিআরটিসি বাস

৩.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- সর্বত্র ইন্টারনেট সুবিধা সহজলভ্য করা।

৩.২ গৃহীত কার্যক্রম

- ইউএনডিপি ও ইউএসএইডের অর্থায়নে পরিচালিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় ডিজিটাল বাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উত্তরা থেকে মতিঝিল পথে চলাচলকারী বিআরটিসি'র ১০টি বাসে প্রাথমিকভাবে ওয়াই-ফাই সুবিধা যোগ হয়েছে।
- একেকটি বাসে কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রী স্মার্ট ডিভাইস দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন।
- যাত্রীরা তাদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে বাসের ভেতরে স্টিকারে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করে ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। তবে এ সুবিধা পেতে হলে যাত্রীদের স্মার্টফোনে অ্যাপ্লিকেশনটি থাকতে হবে।

৩.৩ অর্জন

- গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ফার্মগেট বাসস্ট্যাণ্ডে ভেহিকল ট্র্যাকিং প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত ও ফ্রি ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত নতুন ও ডিজিটাল বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করেন।



- প্রথম ধাপে উত্তরা থেকে মতিঝিল পথে চলাচলকারী বিআরটিসি'র ১০টি বাসে এ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সব বাসেই এ প্রযুক্তি সংযোজন করা হবে।
- এতে যাত্রীরা যাতায়তের সময় ফ্রি ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে নিতে পারছেন।

৪. বাস ও ট্রাক ট্র্যাকিং সিস্টেম

৪.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- লাইভ ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে যাত্রীসাধারণকে কাল্পিত বাসের অবস্থান জানানো।

৪.২ গৃহীত কার্যক্রম

- উত্তরা থেকে মতিঝিল পথে চলাচলকারী বিআরটিসি'র ১০টি ডিজিটাল বাসে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। রাজধানীর গণপরিবহনে নতুন সংযোজিত এ বাস কখন কোথায় অবস্থান করছে, ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে তা জানা যাবে ঘরে বসেই।

৪.৩ অর্জন

- প্রথম ধাপে উত্তরা থেকে মতিঝিল পথে চলাচলকারী বিআরটিসি'র ১০টি বাসে এ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আরও ১০টি এসি বাসে এ সুবিধা সংযোজনের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে সব বাসেই এ প্রযুক্তি সংযোজন করা হবে।

- একজন যাত্রী খুব সহজে সাইট থেকে বাসের রুট, নির্দিষ্ট বাসটি কোন রুটে কোন দিকে যাচ্ছে, তা লাইভ ট্র্যাকিং করতে পারবে।
- বিআরটিসি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অফিসে বা যেকোনো জায়গায় বসে অনলাইনে বিভিন্ন বাসের রুটের সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।
- কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমতো চালককে দিক-নির্দেশনা দিতে পারবে।

ঘ) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

১. ই-ক্লিয়ারিং হাউস

১.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- একটি Smart Card দিয়েই সকল পরিবহন মাধ্যমে ভ্রমণ নিশ্চিত করা।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- জনগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে একই Smart Card ব্যবহার করে ভ্রমণের জন্য জাইকা এর সহায়তায় কেন্দ্রীয়ভাবে ডিটিসিএ'তে পরীক্ষামূলকভাবে Clearing House প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- Clearing House প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন, Bangladesh Road Transport Corporation (BRTC)/ Bus Rapid Transit (BRT)/ Mass Rapid Transit (MRT)/ Bangladesh Railway (BR)/ Commuter Train/ Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC) /Private Bus Company ইত্যাদি সকল পরিবহনে ১ টি Smart Card দিয়েই ঝামেলামুক্ত ভাবে যাতায়াত করা যাবে।
- বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম এর টিকেটের মূল্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি কেন্দ্রীয় সার্ভারে জমা হবে এবং প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের মধ্যে আনুপাতিক হারে পরবর্তী দিনই বিতরণ করা হবে।

১.৩ অর্জন

- প্রকল্পের TAPP অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। জাইকা কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- এতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবহনে যাতায়াতের জন্য যাত্রীগণকে ভিন্ন ভিন্ন টিকেট কাটার ঝামেলা পোহাতে হবে না।
- যাত্রীর সময়ের সাশ্রয় হবে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

ঙ) সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

১. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)

১.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- Management Information System (MIS) হলো ব্যবহারকারী ম্যানেজারদের (এ ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ) প্রয়োজন ও ব্যবহার বিবেচনায় নিয়ে তৈরী একটি তথ্য ভান্ডার। এ তথ্যভান্ডারে ১২ ধরনের মডিউল রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান মডিউল হলো Central Management System (CMS) সফটওয়্যার। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে আর্থিক অগ্রগতি মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এ সফটওয়্যারের এমন একটি সেফটিনেট রয়েছে যার মাধ্যমে বরাদ্দের অতিরিক্ত পেমেন্ট প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।
- File Transfer Protocol (FTP) সার্ভারের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস সংযুক্ত। FTP সার্ভার ব্যবহার করে তথ্য ও বৃহৎ আকারের ফাইল দ্রুত আন্তঃঅফিস আদান-প্রদান করা হচ্ছে। এতে যে কোন সিদ্ধান্ত স্বল্প সময়ে প্রদান করা সম্ভব হয়।

১.৩ অর্জন

- এ সিস্টেমের ১২ ধরনের মডিউলের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের পরিচালনায় Digital Innovation Fair-2011 -তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর Champion হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২. ইলেকট্রনিক গর্ভনমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)

২.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গর্ভনমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমের অন্যতম ক্রয়কারী বা Procuring Entity হিসেবে সড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সকল দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন অনলাইনে করা হচ্ছে।

- ২ জুন, ২০১১ তারিখে ই-জিপি পোর্টালটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় এবং ঐদিনই সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ২টি দরপত্র অনলাইনে প্রকাশ করে ই-জিপি'র সূচনা করে।

২.৩ অর্জন

- ৩১ মে ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সর্বমোট ১৭৭১ টি দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করেছে।
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্রয়কার্য প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

৩. এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

৩.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজনের মালামাল বহনকারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সড়ক মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ততা, জনসাধারণের ভোগান্তি ও দুর্ঘটনা রোধ করা।

৩.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়কে চলাচলকারী যানবাহনের এক্সেল লোডের সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণ করে ১৬ নভেম্বর ২০০৩ তারিখ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- মোটর যানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ ৬টি স্থানে Axle Load Control Station স্থাপন করা হয়েছে।
- Axle Load Control Station দিয়ে কোন গাড়ী অতিক্রম করার সময় ডিজিটাল ডিসপ্লেতে পণ্যসহ গাড়ীর ওজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হয়। গাড়ীর চালক ডিজিটাল ডিসপ্লেতে এবং Axle Load Control মেশিন পরিচালনাকারী মেশিনে তা দেখতে পায়। একই সাথে মেশিন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারিখ, সময় ও ওজন সম্বলিত একটি বিবরণী বের হয়ে আসে। মোটর যানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১২ অনুযায়ী ওভার লোডেড মোটরযানসমূহকে ফেরত পাঠানো হয়। তবে অতিরিক্ত মালামাল নামিয়ে দিয়ে অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে এনে পুনরায় একই পদ্ধতিতে যানটি গন্তব্যে যেতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, Axle Load Control Station অতিক্রমকারী যানবাহনের ভিডিও চিত্রও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিন মাসের জন্য স্টেশনের আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকে।
- নিকট ভবিষ্যতে নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার নিমিত্ত এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের জন্য ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.৩ অর্জন

- বর্তমানে ৬টি Axle Load Control Station স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১০টি Axle Load Control Station স্থাপন বাস্তবায়নাধীন আছে।
- অতিরিক্ত ভারবাহী যান চলাচলের ফলে সড়কের ক্ষতিগ্রস্ততার হার হ্রাস পেয়েছে।
- দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে।

৪. হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (এইচডিএম)

৪.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- সড়ক এর মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২ গৃহীত কার্যক্রম

- Management Information System (MIS) এর রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMMS) মডিউলের ডাটা বেইজের সাহায্যে Highway Development and Management Model (HDM-4) পদ্ধতিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ২১,৫৭১ কিলোমিটার জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা মহাসড়ক এর মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- HDM সার্ভে ভেহিক্যাল ব্যবহার করে সড়কের বিস্তারিত তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয় এবং HDM-4 সফটওয়্যার ব্যবহার করে সংরক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে সড়ক মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করা হয়।

৪.৩ অর্জন

- সড়ক মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

৫. ডিজিটাল টোল প্লাজা

৫.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- সড়ক/সেতুর টোল সংগ্রহ পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা।

৫.২ গৃহীত কার্যক্রম

- টোল আদায়ের সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি বিশ্বের উন্নত দেশের মত জাতীয় মহাসড়কগুলোতে আধুনিক ও যুগোপযোগী Digital Toll Plaza স্থাপন করা হয়েছে।

- Digital Toll Plaza পদ্ধতিতে যখন যানবাহন টোল প্লাজা অতিক্রম করে তখন সিসিটিভি টোল প্লাজা অতিক্রমকারী যানবাহনের ছবি ধারণ করে এবং ৩ মাসের জন্য সংরক্ষণ করে। একইসাথে টোল প্লাজার অপারেটর পূর্বে বিন্যাসকৃত যানবাহনের শ্রেণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাটনে চাপ দেয়। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল পরিশোধের ডিমান্ড রিসিট (Receipt) যানচালক পেয়ে থাকেন। তৎপ্রেক্ষিতে যানচালক টোল পরিশোধ করলে সবুজ বাতি জ্বলে উঠে এবং টোল বার উপরে উঠে যায়। তখন যানবাহন Digital Toll Plaza অতিক্রম করতে পারে। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সর্বোচ্চ ৩০ সেকেন্ড সময় লাগে। বাটন টিপে কোন ধরণের কারসাজি করা হয়েছে কিনা তা পরবর্তীতে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত ডাটাবেজ এবং সিসিটিভিতে ধারণকৃত ভিডিও পরীক্ষা করে যাচাই করা হয়।
- Tolls Act-1851 হালনাগাদ করে টোল নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন ও জারী করা হয়েছে। আগামী ১ লা জুলাই ২০১৪ তারিখ থেকে টোল নীতিমালা, ২০১৪ কার্যকর হবে।

৫.৩ অর্জন

- বর্তমানে ৯ টি সেতু এবং ৩ টি সড়কে ডিজিটাল পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে।



- রিমোট মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় থেকে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে Digital Toll Plaza-তে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সী আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ (RFID Tag), টাচ এন্ড গো সিস্টেম ইত্যাদি সংযোজন করা হবে।

৬. জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ম্যাপিং

৬.১ অঙ্গীকার/পরিকল্পনা

- দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ ম্যাপ দেখে সহজেই চিহ্নিত করা।

৬.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা মহাসড়কসমূহ জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) এর মাধ্যমে ম্যাপিং করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৬.৩ অর্জন

- দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ ম্যাপ দেখে সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে।